যুগান্তর

তারিখ 25 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

# দশ স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ

উবায়দুল্লাহ বাদল

এখন থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল-ক্লিনিক ও এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহনসহ ১০টি পাবলিক প্লেসে ধূমপান করা যাবে না। এসব স্থানে ধূমপানের জন্য কোনো জায়গা চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাবে না। এমনকি সেখানে কোনো ছাইদানিও রাখা যাবে না।

তবে অন্যান্য যেসব স্থানে ধূমপান করা যাবে, সেখানে 'ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান' এবং 'ধূমপান মৃত্যু ঘটায়' এ লেখা সংবলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা ও ইংরেজিতে টানিয়ে রাখতে হবে।

এসব নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করে সম্প্রতি 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০১৫' জারি করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়। জানতে চাইলে স্বাস্থ্য ও

নিষিদ্ধ : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

# নিষিদ্ধ : ধূমপান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) রোকসানা কাদের যুগান্তরকে বলেন, দেরিতে হলেও ১৯ মার্চ বিধিমালার গেজেট জারি করা হয়েছে। গেজেট জারির দিন থেকেই এটি কার্যকর হবে। বিধিমালাটি চূড়ান্ত না হওয়ায় 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছিল না। এটি জারি হওয়ার মধ্য দিয়ে বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নে আর কোনো বাধা রইল না। প্রসঙ্গত, ২০০৫ সালের আইন সংশোধন করে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন' ২০১৩ সালের ২৯ এপ্রিল জাতীয় সংসদে পাস হয়।

বিধিমালা অনুযায়ী যে ১০ স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে— শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে, প্রদর্শনী কেন্দ্রের অভ্যন্তরে, থিয়েটার হলের ভেতরে, চতুর্দিকে দেয়ালে আবদ্ধ এক কক্ষবিশিষ্ট রেস্টুরেন্ট, শিশুপার্ক, খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান এবং এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন।

আগামী বছরের ১৯ মার্চের পর থেকে সচিত্র সতর্কবাণী যুক্ত প্যাকেট ছাড়া কোনো তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত ও বিক্রি করা যাবে না উল্লেখ করে বিধিমালায় বলা হয়— আগামী এক বছরের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, কৌটা ও মোড়কে সচিত্র সতর্কবাণী যুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া ধূমপান এলাকা নির্দিষ্টকরণ, সিনেমায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য দেখানোর নিয়ম, ধূমপান এলাকার অবস্থা, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্ব, ধূমপানমুক্ত স্থান সংক্রান্ত সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন, তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে বিধিমালায়। ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানের বিষয়ে বিধিমালায় বলা হয়েছে— পাবলিক প্লেস কোনো ভবন হলে যথাসম্ভব ভবনের কোনো উন্মুক্ত স্থানকে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। একাধিক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন যেমন রেলগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ, ফেরি ইত্যাদি হলে, ধূমপানের জন্য আলাদা একটি স্থান নির্দিষ্ট করা যাবে। তবে স্থানটি সংশ্লিষ্ট পাবলিক পরিবহনের সর্বশেষ অংশে বা পেছনে বা উন্মুক্ত স্থানে হতে হবে।

পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্বের বিষয়ে বিধিমালায় বলা হয়েছে, তারা ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে। কোনো ব্যক্তি আইন এবং এই বিধিমালার বিধান লংঘন করে ধূমপানমুক্ত এলাকায় ধূমপান করলে এলাকার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি ব্যবস্থাপক অথবা ওই এলাকায় সেবা গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ওই ব্যক্তিকে ধূমপান না করার জন্য অনুরোধ করবেন। কোনো ব্যক্তিকে ধূমপান থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি ধূমপান করেন তার বিষয়ে বিধিমালায় বলা হয়েছে, এ ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ত্যাগে বাধ্য করতে পারবেন। তাকে কোনো প্রকার সেবা দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারবেন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে আইন কার্যকরের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন— জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সব প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নন এমন পুলিশ কর্মকর্তা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নন এমন কর্মকর্তা। এছাড়া সিভিল সার্জন কার্যালয়, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, অগ্নিনির্বাপণ বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদফতরে কর্মরত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং কারখানা পরিদর্শক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিবেচিত হবেন।

'শুধু বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত' সব তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও মোড়কের পার্শ্বদেশে লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এটি ১২ মাসের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। এছাড়া তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় সরকারের সরবরাহ করা রঙিন ছবি ও লেখার আকার, রং, অনুপাত সমন্বিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী অবিকল ছাপতে হবে। 'পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়' সতর্কবাণী মুদ্রণ করতে হবে। ছবি ও লেখার অনুপাত হবে ৬:১ এবং লেখাটি কালো জমিনের ওপর সাদা অক্ষরে হতে হবে।

উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে আইনে এ সতর্কবাণী এবং সংশ্লিষ্ট ছবিসমূহ ক্রমানুসারে তিন মাস পর পর পরিবর্তন করতে হবে। সচিত্র সতর্কবাণী এমনভাবে ছাপতে হবে যাতে তা স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল সংযুক্তির বা অন্য কোনো কারণে ঢেকে না যায়। সরকার সর্বোচ্চ ২ বছর পর পর ছবি ও সতর্কবাণীসমূহ পুনর্মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে নতুন ছবি ও সতর্কবাণী অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে বলেও বিধিমালায় বলা হয়েছে। কোনো সিনেমার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্যে পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের অন্তত এক-পঞ্চমাংশ স্থানজুড়ে কালো জমিনের ওপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় 'ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়' সতর্কবাণী প্রদর্শন করতে হবে। এ দৃশ্য যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কবাণী দেখাতে হবে।

টেলিভিশনে প্রচারিত সিনেমায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষেত্রে সিনেমার এমন অংশ দুটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে প্রচারে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর অর্থাৎ ওই অংশ শুরু হওয়ার আগে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির আগে অর্থাৎ এ অংশ শেষ হওয়ার পর সম্পূর্ণ পর্দাজুড়ে কালো জমিনের ওপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় 'ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়' সতর্কবাণী কমপক্ষে ১০ সেকেন্ড দেখাতে হবে। প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রয়েছে এমন সিনেমা শুরু হওয়ার আগে, বিরতির আগে ও পরে এবং সিনেমা প্রদর্শনের শেষে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দাজুড়ে 'ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়' সতর্কবাণী বাংলা ভাষায় প্রদর্শন করতে হবে বলে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালায় উল্লেখ করা হয়।